দৈনিক সংবাদ

63

তারিখ 26 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরি...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র মানোন্নয়ন পরীক্ষার সার্টিফিকেট কবে পাব?

আমি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বোর্ডের অধীনে সরকারী তোলারাম কলেজ হতে এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিয়ে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হই। পরে ১৯৮৫ সালে উক্ত কলেজ হতে মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হই (রোল-নার, নং-থাউন-৬৫৭৪০ রেজি-৫৭৪৩, সেসন-১৯৮২-৮৩)। আমার মানোন্নয়ন পরীক্ষার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আমি, নিয়মানুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষার মূল সার্টিফিকেট ঢাকা বোর্ডে ১০-১০-৮৮ তারিখে জমা দিয়ে আসি। তখন বোর্ড কর্তৃপক্ষ আমাকে এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, আমি ২২-১০-৮৮ তারিখের ভিতর কলেজ হতে মানোন্নয়ন সার্টিফিকেট পেয়ে যাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি উক্ত নির্ধারিত তারিখের পর যথারীতি কলেজে ৩ বার খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, অদ্যাবধি আমার মানোন্নয়ন সার্টিফিকেট কলেজে এসে পৌছেনি। ইতিমধ্যে আমি B,Com পাস করে M,Com-এ ভর্তির অপেক্ষায় আছি। বর্তমানে আমার M,Com ক্লাসে ভর্তির জন্য মানোন্নয়ন সার্টিফিকেটের জরুরী প্রয়োজন।

অবিলম্বে আমার মানোন্নয়ন পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যবস্থা করার জন্য আমি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জয় কৃষ্ণ সাহা,
৩০৬ ডি,পি রোড, নতুন পাল পাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

খুলনা সিটি কলেজের স্নাতক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করুন

আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৮ সালের খুলনার ঐতিহ্যবাহী সিটি কলেজের স্নাতক পাস পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ছিলাম। আমাদের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি টীম আমাদের পরীক্ষা পরিচালনা করেন। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে যাহারা অবৈধভাবে পরীক্ষা দিয়াছিল তাহাদের প্রায় প্রত্যেককেই তাঁহারা বহিস্কার করেন এবং পরীক্ষা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেন। পরীক্ষা শেষ হবার পর আমাদের কলেজসহ মোট ৭টি কলেজের নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবৈধভাবে পরীক্ষা দেবার জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। আমাদের কলেজের মোট পরীক্ষার্থী ছিলাম ৮৬০ জন। কথা হলো, আমরা ৮৬০ জন পরীক্ষার্থীই কি অবৈধভাবে পরীক্ষা দিয়াছি?

গত ৭ই জানুয়ারী স্নাতক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়, কিন্তু আমাদের কলেজের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। এমনি তো আমরা ১ বছর দেরীতে পরীক্ষা দিয়াছি। তারপর দীর্ঘ ৯টি মাস পরে ফলাফল প্রকাশিত হল। তাও আবার আমাদের ফলাফল স্থগিত রাখা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তবে কেন আমাদের সমস্ত পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করলেন? আমরা এখন কোন ভরসায় থাকব। আগামী ৩রা মার্চ স্নাতক পাস পরীক্ষা শুরু হবে। এই অবস্থায় আমরা না পারছি বসে থাকতে আবার না পারছি পড়াশুনা করতে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সকলের অনুরোধ আমাদের ফলাফল অতি শীঘ্রই প্রকাশ করুন। আমাদের এভাবে অনিশ্চয়তার মুখে আর ঝুলিয়ে রাখবেন না।

খুলনার ঐতিহ্যবাহী সিটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

নকল প্রবণতা রোধঃ ভিন্নমত

পহেলা মাঘ '৯৫ 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ দিলওয়ার হোসেনের বক্তব্যের রেশ ধরে নকল প্রবণতা রোধে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করার অনুরোধ জানাই।

(১) প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন: প্রতিটি প্রশ্নপত্রে (বিষয়ে) বর্ণনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে যথাক্রমে শতকরা পঞ্চাশ নম্বরের। বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তরে শতকরা ৩৩ পাস নম্বর। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে শতকরা ৪০ পাস নম্বর। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রতিটির মান ১ থেকে ২-এর ভেতরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষার সময় ঘন্টা বাড়িয়ে দিতে হবে।

(২) কেন্দ্রভিত্তিক মেধা তালিকা প্রণয়ন: বর্তমানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয়ভাবে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। তার পাশাপাশি কেন্দ্রভিত্তিক মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হবে। ১ থেকে ২০ পর্যন্ত মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত (কেন্দ্র ভিত্তিক) ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার/বৃত্তির ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে কত জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে কতজন স্থান দখল করল তা যেমন উল্লেখ করতে হবে তেমনি সনদপত্রে মেধাক্রম নীতি কার্যকরী করতে হবে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা একে অপরের খাতা দেখাদেখি থেকে বিরত থাকবে। কোনো শিক্ষক কোন পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থীনীকে সাহায্য করতে গেলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরাই বাধা দেবে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই পরস্পরের প্রতিযোগী হয়ে উঠবে; যা নকল রোধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সহায়ক।

(৩) টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষা চালু: ক্লাস টেষ্ট, উপস্থিতির হার, টিউটোরিয়াল, মৌখিক পরীক্ষার জন্যে ১০০ নম্বর বরাদ্দ করতে হবে। যার মধ্যে অবশ্যই ৪০ নম্বর পেতে হবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষক/শিক্ষিকার সম্মান যেমন বাড়বে তেমনি কোনরূপ অশালীন আচরণ করতেও ছাত্র-ছাত্রীরা ভয় পাবে। পাঠক পাঠিকাগণ এ ব্যাপারে আরও সুন্দর মতামত দিয়ে সাহায্য করলে ভালো হয়।

মোঃ রিয়াজুল হক,
৩৪৪, শাহ আমানত হল,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ দুই ॥

গত ১৫-০১-৮৯ তারিখের 'সংবাদ'-এ নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে শিক্ষক ডঃ দেলোয়ার হোসেনের নিজস্ব মতামত পড়লাম। সেখানে নকলের কারণ হিসাবে তিনি বেশ ক'টি মৌল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন অর্থাৎ দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও সুনির্দিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহলের মদদ যোগানোর কথা বলেছেন যা অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর। এরপর ব্যক্তি চরিত্রের অবনতির কথা তুলে ধরতে তিনি শিক্ষকদের প্রশ্নোত্তর ফটোষ্টাট করে পরীক্ষার হলে সরবরাহ ও নেতাদের দ্বারা নকল বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের। আর নকল প্রতিরোধের পন্থা হিসাবে ডিগ্রী পর্যায়ে তিনি মৌখিক পরীক্ষায় কথা বলেছেন। তার মতে, এতে নকলের প্রবণতা কমে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি তাই হয় তবে যেখানে শিক্ষকরা প্রশ্নোত্তর ফটোষ্ট্যাট করে এবং ছাত্র নেতাদের দ্বারা নকল বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়, সেখানে মৌখিক পরীক্ষায় সাধারণ ছাত্র ও নেতা ছাত্রা সবাই ৪০ নম্বরে চল্লিশ পাবে বলে আমাদের আশংকা। তাহলে কি নকল প্রতিরোধ হোল?

সুপ্রতিভ হালদার,
শাহ আমানত হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।